স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মেটারনাল এ্যান্ড পেরিনেটাল ডেথ সারভিলেন্স এ্যান্ড রেসপন্স (এমপিডিএসআর) স্বাস্থ্য সেবাপ্রদানকারীদের পকেট নির্দেশিকা

(কমিউনিটিতে ও ফ্যাসিলিটিতে মৃত্যু অবহিতকরণ ও পর্যালোচনা করার সময় ব্যবহর্য্য)

World Health Organization
Country Office for Bangladesh

UNFPA

unicef

মেটারনাল এ্যান্ড পেরিনেটাল ডেথ সারভিলেন্স এ্যান্ড রেসপন্স (এমপিডিএসআর) স্বাস্থ্য সেবাপ্রদানকারীদের পকেট নির্দেশিকা

প্রকাশক	ঃ	হেল্‌থ ইকোনমিকস্‌ ইউনিট, কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট সেক্রেটারিয়েট, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
ছবি	ঃ	ডাঃ অনিমেষ বিশ্বাস, সিআইপিআরবি
প্রথম প্রকাশকাল	ঃ	জুন, ২০১৭
এডিটর	ঃ	ডাঃ অনিমেষ বিশ্বাস, সিআইপিআরবি
কো-এডিটর	ঃ	ডাঃ আমিনুল ইসলাম, হেল্‌থ ইকোনমিকস্‌ ইউনিট, কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট সেক্রেটারিয়েট, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ডাঃ আবু সাদাত মোঃ সায়েম, ইউনিসেফ

ভূমিকা

বাংলাদেশ বিগত দুই দশকে মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে এনেছে। সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাপক কাজ করেছে; যার ফলে মাতৃমৃত্যুর হার ১৯৯০ সালে প্রতি লক্ষে ৫৭০ এর থেকে কমে ২০১৫ সালে প্রতি লক্ষে ১৭৬ হয়েছে। একইভাবে পাঁচ বছরের নীচে শিশু মৃত্যু হার হ্রাসে বাংলাদেশ সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে এবং তা সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। যদিও সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৫ এর মধ্যে মাতৃমৃত্যুর হারে প্রতি লক্ষে ১৪৩ জনে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। ফলশ্রুতিতে জাতিসংঘ নতুন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করেছে; যা ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জন করতে হবে। নতুন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি লক্ষে ৭০ বা তার কমে কমিয়ে আনতে হবে । অনুরূপভাবে, নবজাতকের মৃত্যুর হার প্রতি হাজার শিশু জন্মে ১২ বা তার চেয়ে কম কমিয়ে আনতে হবে। এই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয় ব্যাপকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এমপিডিএসআর একটি পরীক্ষিত প্রোগ্রাম যার মাধ্যমে প্রতিটি মাতৃমৃত্যু, নবজাতকের মৃত্যু ও মৃতজন্মের প্রকৃত সংখ্যা জেনেও

মৃত্যু পর্যালোচনার মাধ্যমে মৃত্যুর পেছনে রোগ সংক্রান্ত কারন ও সামাজিক কারণসমূহ বের করা সম্ভব। এই প্রক্রিয়ায় ডেথ ম্যাপিং এর মাধ্যমে যে সকল স্থানে মৃত্যুর হার বেশি তা জানা। একই সঙ্গে যায় এমপিডিএরআর জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারন, মনিটরিং এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার শক্তিশালীকরনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে; যা পক্ষান্তরে মাতৃমৃত্যু ও নবজাতকের মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে কমাতে সাহায্য করে।

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ও পরিচালনায় এবং জাতিসংঘের যৌথ এমএনএইচ প্রকল্পের মাধ্যমে মা ও নবজাতকের মৃত্যু পর্যালোচনা কার্যক্রম প্রথম পাইলটিং হয় ২০১০ সালে ঠাকুরগাঁও জেলায়। এই প্রকল্পের কারিগরী ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে ইউনিসেফ, বাংলাদেশ ও একটি জাতীয় স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সিআইপিআরবি। মৃত্যু পর্যালোচনার প্রাথমিক গাইড লাইন, টুলস, ম্যানুয়াল তৈরীতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সহ, জাতিসংঘের উন্নয়ন তহবিল ইউএনএফপিএ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ওজিএসবি, বাংলাদেশ নিওনেটাল ফোরাম সহ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তা, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও ইউনিসেফ-সিআইপিআরবি এর যৌথ উদ্যোগ ও সমন্বয় তৈরি করা হয়; যা প্রকল্প জেলায় ব্যবহার করার জন্যে নির্দেশনা প্রদান করেন।

পর্যায়ক্রমে ২০১৫ সালের মধ্যে এমপিডিআর ১৪ জেলায় সম্প্রসারিত হয়। এই কার্যক্রমের ফলে ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সরকার মাতৃমৃত্যু ও নবজাতকের মৃত্যুহ্রাসে দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা রেখেছে। ফলশ্রুতিতে ২০১৫ সালে জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের হেল্‌থ ইকোনমিক্স ইউনিট, কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট সেক্রেটারিয়েটের উদ্যোগে মা ও নবজাতকের মৃত্যু পর্যালোচনা বিষয়ক জাতীয় গাইডলাইন প্রণয়নের কাজ গ্রহন করেন। এমপিডিএসআর গাইডলাইনটি বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার মা ও নবজাতকের মৃত্যু পর্যালোচনা করার জন্য তৈরী করা হয়।

এই পকেট নির্দেশিকাটি এমপিডিএসআর গাইডলাইনের আলোকে লেখা হয়েছে। পকেট নির্দেশিকাটি মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী, এনজিও কর্মীগণ ও স্বেচ্ছাসেবকরা যারা এই নির্দেশিকাটি মৃত্যু অবহিতকরণ ও মৃত্যু পর্যালোচনা করার সময় সঙ্গে রাখবেন। অনুরূপভাবে ফ্যাসিলিটি তে সিনিয়র স্টাফ নার্স ও পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শিকা নির্দেশিকাটি ব্যবহারের মাধ্যমে হাসপাতালে মৃত্যু অবহিতকরণ ও মৃত্যু পর্যালোচনা করার সময় সঙ্গে রাখবেন। ফলে এমপিডিএসআর কার্যক্রমটি মাঠ পর্যায়ে ও হাসপাতালে সহজে সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে। মৃত্যু অবহিতকরণ বা পর্যালোচনা করার সময় যে কোন বিষয়ে বুঝতে সমস্যা হলে বা সহয়তার প্রয়োজন পড়লে নির্দেশিকাটি স্বাস্থ্যকর্মীকে সঠিকভাবে মৃত্যু অবহিতকরণ ও পর্যালোচনা করতে সাহায্য করবে।

নির্দেশিকা ব্যবহার প্রনালী

নির্দেশিকাটি চারটি সেকশনে বিভক্ত করা হয়েছে যে স্বাস্থ্যকর্মী এমপিডিআরএস এর যে কাজের সঙ্গে যুক্ত, তিনি তার নির্ধারিত সেকশনের তথ্যাবলী থেকে সহায়তা নেবেন। প্রয়োজনে অন্য সেকশনগুলির তথ্যও তিনি দেখতে পারেন।

কখন ব্যবহার করবেন

- ❑ মাতৃমৃত্যু, মৃত শিশু জন্ম ও নবজাতকের মৃত্যু অবহিতকরণ ও রিপোর্টিং এর সময় ।
- ❑ কমিউনিটিতে মৌখিক মৃত্যু পর্যালোচনা করার সময় ।
- ❑ কমিউনিটিতে সামাজিক মৃত্যু পর্যালোচনা করার সময়।
- ❑ ফ্যাসিলিটি মৃত্যু অবহিতকরণ, রিপোর্টিং ও পর্যালোচনা করার সময় ।

নির্দেশিকাটি মাঠ পর্যায়ে কারা করবেন

- ❑ মৃত্যু অবহিতকরণ ঃ স্বাস্থ্য সহকারী / পরিবার পরিকল্পনা সহকারী / ভ্যাক্সিনেটর / এনজিও মাঠকর্মী / স্বেচ্ছাসেবক
- ❑ মৌখিক মৃত্যু পর্যালোচনা ঃ স্বাস্থ্য পরিদর্শক / পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক / সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক/পাবলিক

হেল্‌থ নার্স / এনজিও সুপারভাইজার / সেনেটারী পরিদর্শক

- সামাজিক মৃত্যু পর্যালোচনা- একই (মৌখিক মৃত্যু পর্যালোচনায় বর্ণিত সকল)
- কমিউনিটি (হাসপাতাল) মৃত্যু অবহিতকরণ ও পর্যালোচনা - সিনিয়র স্টাফ নার্স/পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শিকা

এমপিডিএসআর এর উদ্দেশ্য

- প্রতিটি মাতৃমৃত্যু, নবজাতকের মৃত্যু ও মৃতজন্ম অবহিতকরণ ও রিপোর্টিং করা।
- কমিউনিটিতে মৌখিক মৃত্যু পর্যালোচনা মাধ্যমে মা ও নবজাতকের মৃত্যুর রোগ সংক্রান্ত কারন ও সামাজিক কারণসমূহ জানা।
- কমিউনিটিতে সামাজিক মৃত্যু পর্যালোচনার মাধ্যমে মাতৃমৃত্যু ও নবজাতকের মৃত্যুর পেছনে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও কারণসমূহ খুঁজে বের করা। মৃত্যুর সম্ভাব্য প্রতিরোধযোগ্য সামাজিক ও পরোক্ষ কারণসমূহ নির্ণয় করে ভবিষ্যতের মৃত্যুগুলিকে প্রতিরোধ করা।
- ফ্যাসিলিটি মৃত্যু পর্যালোচনার মাধ্যমে মা ও নবজাতকের মৃত্যুর রোগ সংক্রান্ত কারণসমূহ জানা ও মৃত্যু সংক্রান্ত গ্যাপ

ও চালেঞ্জ খুঁজে বের করা।

- ❑ মৃত্যু কারণসমূহ থেকে কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করা। কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও মৃত্যুর হার কমানো।

মাতৃমৃত্যু, মৃত শিশু জন্ম ও নবজাতকের মৃত্যুর সংজ্ঞা

মাতৃমৃত্যু ঃ মা গর্ভধারণ করা থেকে শিশু প্রসব এবং প্রসব পরবর্তী ৪২ (বিয়াল্লিশ) দিন পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে গর্ভজনিত কারণে মৃত্যু হলে মাতৃমৃত্যু হিসাবে গ্রহন করা হবে।

নবজাতকের মৃত্যু ঃ শিশু জন্মগ্রহন করা থেকে ২৮ দিন সময় কালের মধ্যে শিশুর মৃত্যু হলে নবজাতকের মৃত্যু হিসাবে বিবেচিত হবে। জন্মের পর শ্বাস নিলে / বুক ওঠা নামা করলে / নড়াচড়া করলে শিশুটি নবজাতক হিসাবে গ্রহনযোগ্য হবে।

মৃত জন্ম ঃ মা গর্ভধারনের সাত মাস পরবর্তী সময়ে মৃত শিশু প্রসব করলে (জন্মের পর কোন শ্বাস না নিলে / নড়াচড়া না করলে) তাকে মৃত জন্ম হিসাবে গ্রহন করা হবে।

ফ্রেমওয়ার্ক

এমপিডিআর কার্যক্রমে গ্রাম পর্যায়ে বা স্বাস্থ্য কেন্দ্র পর্যায়ে মাতৃমৃত্যু, নবজাতকের মৃত্যু ও মৃতজন্ম হলে তাকে সনাক্ত করে

স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নথিবদ্ধ করা হবে। সনাক্তকৃত প্রতিটি মৃত্যুর কারন (সামাজিক বা রোগ সংক্রান্ত) নির্ধারনের জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের মাধ্যমে মৃত্যু পর্যালোচনা করা হবে। প্রাপ্ত তথ্যাবলী উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট কমিটি ও এমপিডিএসআর সাব কমিটি আলোচনা সভায় বিশ্লেষন করে পরবর্তী করনীয় পদক্ষেপ নির্ধারন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

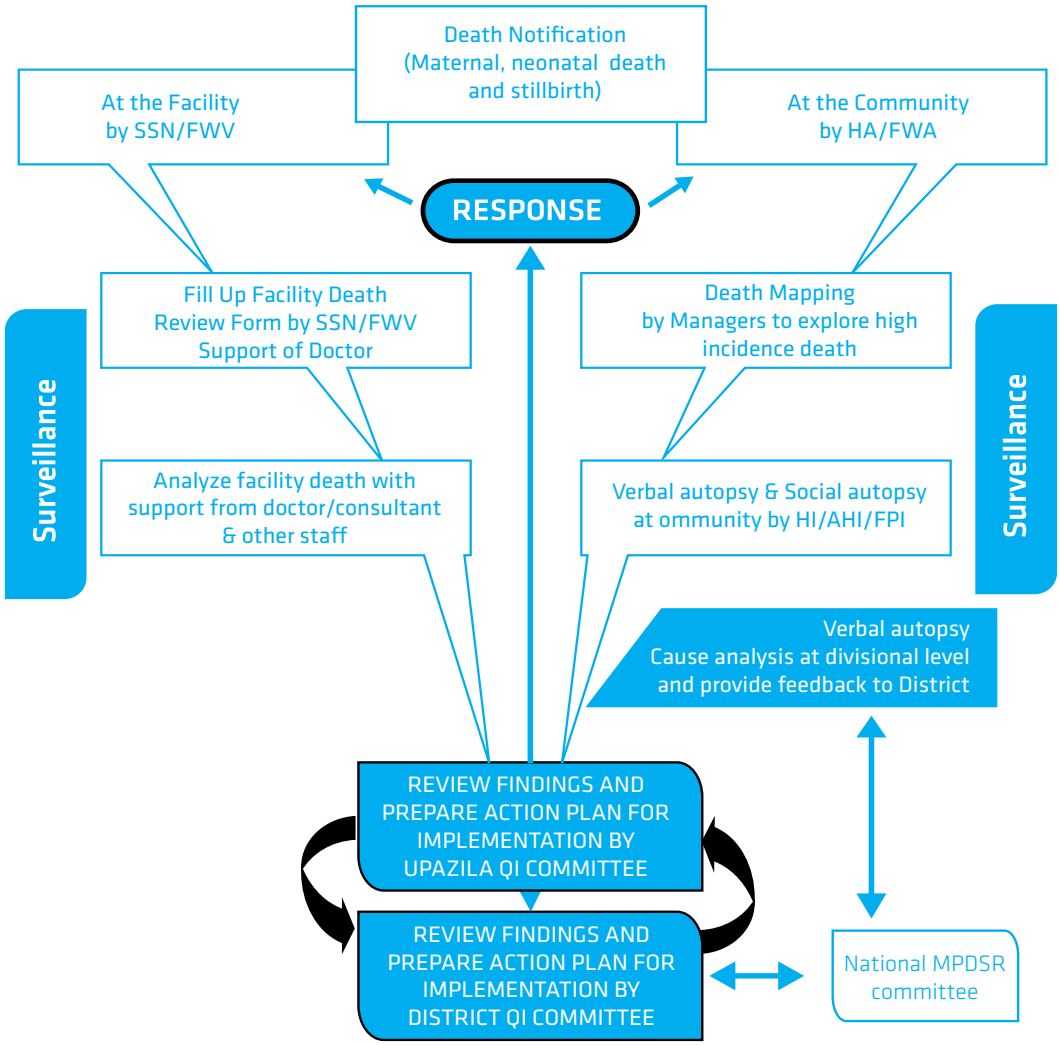

Figure A: MPDSR Implementation Framework

মাতৃ মৃত্যু, মৃতশিশু জন্ম ও নবজাতকের মৃত্যু নিবন্ধীকরন ও রিপোর্ট

মাতৃ মৃত্যু, নবজাতকের ও মৃতজন্ম নিবন্ধীকরন এই কার্যক্রমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। মৃত্যু নিবন্ধীত না করা গেলে মৃত্যুর কারন এই কার্যক্রমের মাধ্যমে খুঁজে বের করা সম্ভব হবে না। কমিউনিটি পর্যায়ে মাতৃ মৃত্যু, মৃতশিশু জন্ম ও নবজাতকের মৃত্যু রিপোর্টিং দুইটি ধাপে সম্পন্ন করা হবে।

- প্রথম ধাপ: কমিউনিটি থেকে মৃত্যু তথ্য সংগ্রহ
- দ্বিতীয় ধাপ: সংগ্রহীত মৃত্যু তথ্য কমিউনিটি থেকে উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার নিকট প্রদান করা।

প্রথম ধাপ

কমিউনিটি ক্লিনিক সমূহ ও তার আওতাধীন সাপোর্ট গ্রুপের/ স্বেচ্ছাসেবক / কমিউনিটি নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সহকারী বা পরিবার পরিকল্পনা সহকারী তার কর্ম এলাকাধীন মাতৃমৃত্যু, নবজাতকের মৃত্যু ও মৃতজন্মের তথ্য সংগ্রহ করবেন। উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিক অথবা প্রতিনিধিত্ব এলাকায় স্বাস্থ্য সহকারী বা পরিবার পরিকল্পনা সহকারীকে এই কাজের জন্য দায়িত্ব

প্রদান করবেন। দায়িত্ব প্রাপ্ত স্বাস্থ্য সহকারী বা পরিবার পরিকল্পনা সহকারী তার নির্ধারিত কর্ম এলাকায় সমন্বয়ের মাধ্যমে এবং কমিউনিটি নেটওয়ার্ক গঠন করে প্রতিটি মাতৃমৃত্যু, নবজাতকের মৃত্যু ও মৃতজন্মের সংবাদ তিন দিনের মধ্যে সঠিক তথ্যাবলী মৃত্যু অবহিতকরন স্লিপে লিপিবদ্ধ করবেন।

মৃত্যুর তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে নিম্মের কমিউনিটি নেটওয়ার্ক এর সাহায্য নিতে পারেন

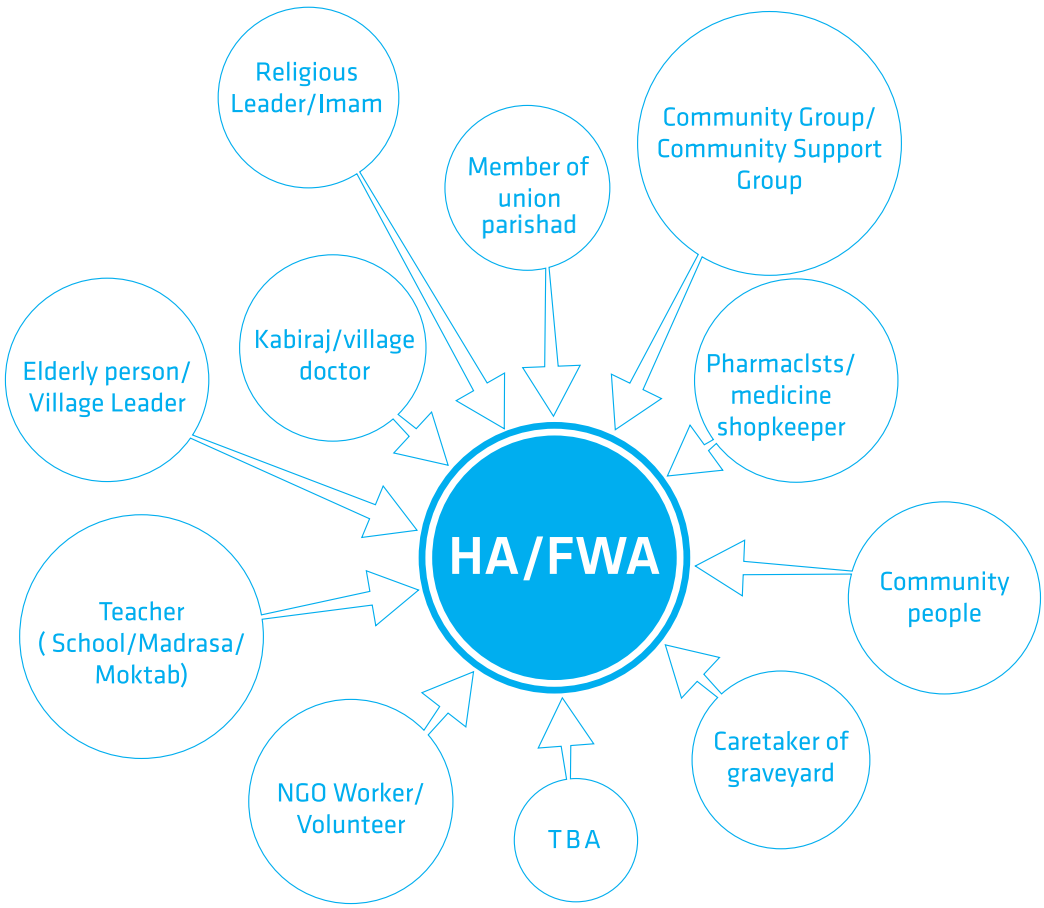

চিত্রঃ কমিউনিটিতে মৃত্যু তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া

দ্বিতীয় ধাপ

মৃত্যু অবহিতকরণ স্লিপের দুইটি কপি পূরণ করে এর একটি কপি কমিউনিটি ক্লিনিকে সিএইচসিপি এর নিকট জমা দেবেন, স্বাস্থ্যকর্মী তার আওতাধীন নির্দিষ্ট কমিউনিটি ক্লিনিকে বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিকটবর্তী কোন কমিউনিটি ক্লিনিকে (উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকতা এর নির্দেশনা অনুযায়ী) জমা দেবেন। স্বাস্থ্য সহকারী বা পরিবার পরিকল্পনা সহকারী মৃত্যুর অনলাইন রেজিস্ট্রেশান নাম্বার সিএইচসিপি মাধ্যমে ডিএইচআইএস-২ এন্ট্রি নিশ্চিত করবেন। মৃত অবহতিকরন স্লিপের একটি কপি কমিউনিটি ক্লিনিকে সংরক্ষিত থাকবে। আরেকটি কপি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকতা এর নিকট জমা দেবেন। পরিসংখ্যানবিন মৃত্যু তথ্যের পরপর স্লিপ সংরক্ষন করেন।

> মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত হয়ে তারপর রিপোর্ট করুন। সংজ্ঞা অনুযায়ী মৃত্যুর তথ্য প্রদান করা বাঞ্ছনীয়।

মৃত্যু সম্পর্কিত তথ্য উপাত্ত লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ

কমিউনিটি ক্লিনিকে সিএইচসিপি এর করনীয়

সিএইচসিপি মৃত্যু অবহিতকরণ স্লিপ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সমূহ যেমন: মৃতের নাম, ঠিকানা, মৃত্যুর স্থান ইত্যাদি স্বাস্থ্য বিভাগের হেল্‌থ ইনফরমেশন সিস্টেম ডিএইচআইএস-২ এ লিপিবদ্ধ করবেন। অনলাইনে লিপিবদ্ধ করা মাত্র একটি অনলাইন রেজিস্ট্রেশান নাম্বার পাওয়া যাবে। ফলে তৎক্ষণাৎ এই মৃত্যু সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সমূহ অনলাইনে দেখা যাবে এবং তা উপজেলা বা জেলা থেকে স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা দেখতে পাবেন। এই রেজিস্ট্রেশান নাম্বারটি সিএইচসিপি মৃত্যু অবহিতকরণ স্লিপে লিপিবদ্ধ করবেন।

> প্রত্যেকটি মা ও নবজাতকের মৃত্যুর তথ্য ডিএইচআইএস-২ তে সংশ্লিষ্ট সিএইচসিপি এর মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরিসংখ্যানবিদ এর করনীয়

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জমাকৃত স্লিপের মাধ্যমে পরিসংখ্যানবিদ প্রতিটি মৃত্যু তথ্য অনলাইনে সিএইচসিপি দিয়েছেন কি-না তা নিয়মিত যাচাই করে দেখবেন এবং সঠিক তথ্য অনলাইনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কি-না তা দেখবেন। প্রয়োজনে তিনি দৈবচয়নের মাধ্যমে মোবাইল ফোনের সাহায্যে মৃতের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এবং তথ্যের সত্যতা যাচাই করবেন।

> মৃত্যু সংবাদ তিন দিনের মধ্যে উক্ত মৃত্যুর সঠিক তথ্য মৃত্যু অবহিতকরন স্লিপে লিপিবদ্ধ নিশ্চিত করুন।

মৃত্যু অবহিতকরণ স্লিপের একটি কপি কমিউনিটি ক্লিনিকে সিএইচসিপি এর কাছে এবং অপর কপিটি উপজেলাতে পরিসংখ্যানবিদদের কাছে সংরক্ষিত থাকবে। মৃত্যু সংক্রান্ত সকল তথ্য গোপনীয় এবং তা শুধুমাত্র স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্যের মান উন্নয়নে ব্যবহার করবে। সুতরাং, কোন মৃত্যু অবহিতকরণ স্লিপ হারিয়ে গেলে বা তথ্য অন্য কাজে ব্যবহারে হলে তার জন্য সংশ্লিষ্ট সিএইচসিপি ও পরিসংখ্যানবিদ দায়বদ্ধ থাকবেন।

মিউনিসিপলিটি বা সিটি কর্পোরেশনে (আরবান) মৃত্যুর ক্ষেত্রে -

মাঠ পর্যায়ের মৃত্যুর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার কর্তব্যরত ভ্যাক্সিনেটর বা এনজিও কর্মী তথ্য সংগ্রহ করবেন। কর্তব্যরত ভ্যাক্সিনেটর বা এনজিও কর্মী তার নির্ধারিত কর্ম এলাকায় সমন্বয়ের মাধ্যমে এবং কমিউনিটি নেটওয়ার্ক গঠন করে প্রতিটি মাতৃমৃত্যু, নবজাতকের মৃত্যু ও মৃতজন্মের সংবাদ তিন দিনের মধ্যে উক্ত মৃত্যুর সঠিক তথ্য মৃত্যু অবহিতকরন স্লিপে লিপিবদ্ধ করবেন। ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে সংগৃহীত তথ্য জোন অফিসে জমা দেবেন। অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে, সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে পরিসংখানবিদের নিকট জমা প্রদান করবেন। জেলা মিউনিসিপলিটিতে মৃত্যু তথ্য মিউনিসিপলিটি স্বাস্থ্য বিভাগ এর মাধ্যমে সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে পরিসংখানবিদের নিকট জমা প্রদান করবেন। উপজেলা পর্যায়ে মিউনিসিপলিটিতে মৃত্যু তথ্য মিউনিসিপলিটির মাধ্যমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরিসংখানবিদের নিকট জমা প্রদান করবেন।

মৃত্যু অবহিতকরণের সময় যে যে দিকে দৃষ্টি দিতে হবেঃ

১। মৃত্যুর সংজ্ঞা অনুযায়ী মৃত্যুর সঠিক তথ্য নিশ্চিত করা।

২। মৃত্যু তথ্য সঠিকভাবে সংগ্রহের জন্য মৃতের বাড়ি পরিদর্শন করে এবং তথ্য সংগ্রহ করা।

৩। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কমিউনিটি নেটওয়ার্ককে ব্যবহার করা

৪। মাতৃমৃত্যুর ক্ষেত্রে, মৃত্যুটি কোন আঘাত বা দূর্ঘটনাজনিত নয় তা নিশ্চিত করা।

৫। মৃত্যু সংবাদ তিন দিনের মধ্যে উক্ত মৃত্যুর সঠিক তথ্য মৃত্যু অবহিতকরন স্লিপে লিপিবদ্ধ করা।

৬। মৃত্যু তথ্য ডিএইচআইএস-২ এ লিপিবদ্ধ করা এবং অনলাইন রেজিস্ট্রেশান নাম্বার মৃত্যু অবহিতকরণ স্লিপে লিপিবদ্ধ করা।

৬। মৃত্যু অবহিতকরণের স্লিপ সঠিক স্থানে জমা প্রদান করা।

৭। তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা।

Figure : Rural community death notification framework

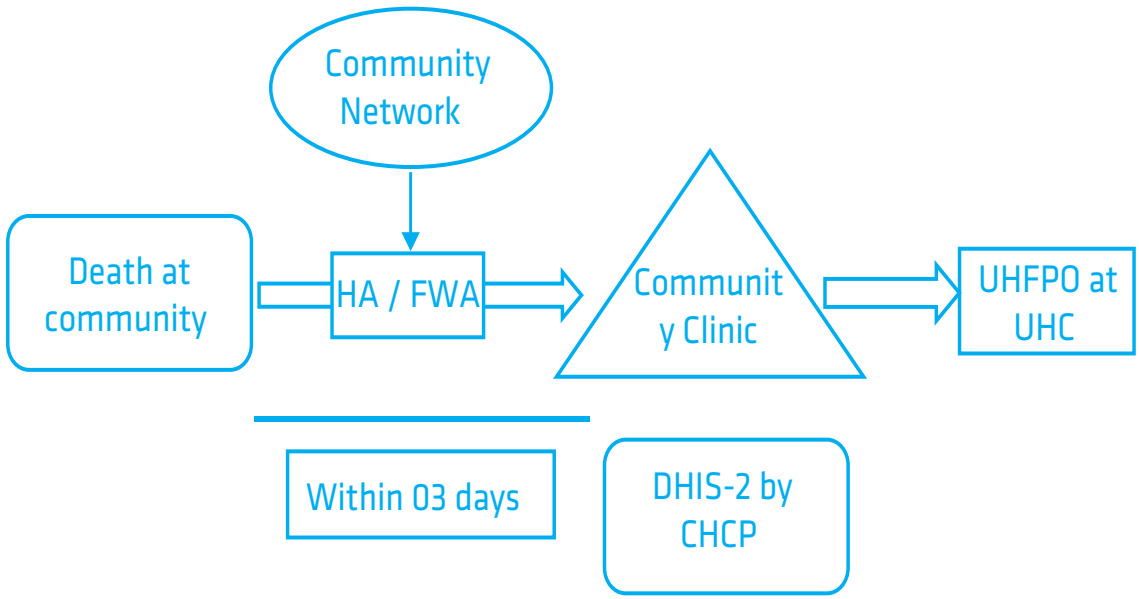

Figure : Urban community death notification framework

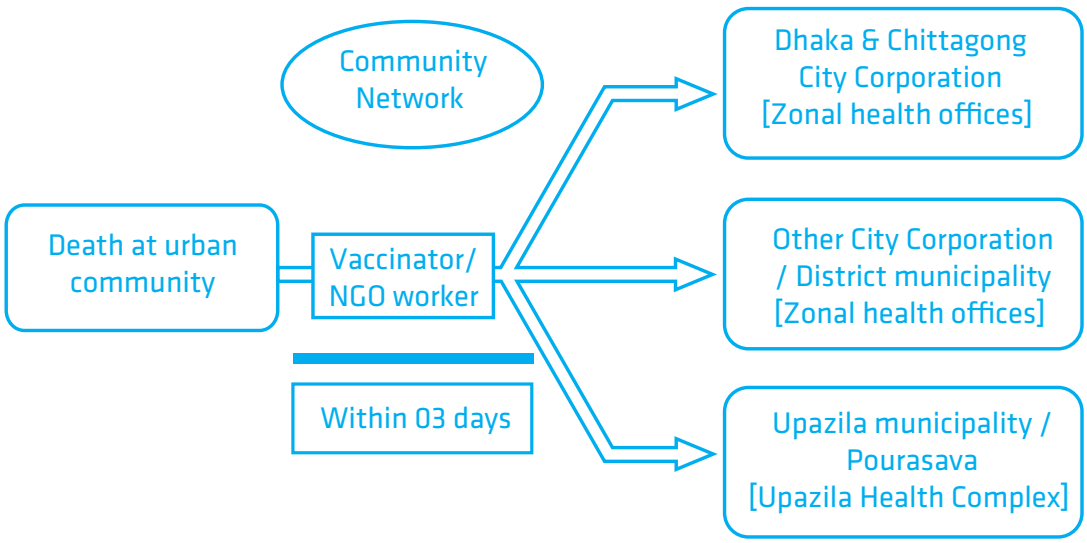

মৌখিক মৃত্যু পর্যালোচনা

মৌখিক মৃত্যু পর্যালোচনা এমপিডিএসআর এর একটি অন্যতম অংশ যার মাধ্যমে একেকটি মাতৃমৃত্যু ও নবজাতকের মৃত্যুর রোগ সংক্রান্ত কারন ও সামাজিক কারণসমূহ খুঁজে বের করা সম্ভব। মৌখিক মৃত্যু পর্যালোচনার মাধ্যমে মৃত্যুর পেছনে ঘটে যাওয়া সামাজিক প্রেক্ষাপট, প্রতিবন্ধকতা, কুসংস্কার, চিকিৎসাসেবা নিতে দেরী করা প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া সম্ভব। এই তথ্য উপাত্তের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তাগণ জেলা

ও উপজেলা পর্যায়ে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহন করতে পারবে এবং তা পক্ষান্তরে মা ও নবজাতকের মৃত্যু হ্রাসে সহায়তা করবে।

মৌখিক মৃত্যু পর্যালোচনার উদ্দেশ্য

- মৌখিক মৃত্যু পর্যালোচনার মাধ্যমে মা ও নবজাতকের মৃত্যুর রোগ সংক্রান্ত কারন ও সামাজিক কারণসমূহ জানা।
- মৃত্যু কারণসমূহ থেকে কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করা।
- কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও মৃত্যুর হার কমানো।

স্বাস্থ্য পরিদর্শক / মৌখিক মৃত্যু পর্যালোচনা মাঠপর্যায়ে কারা করবেন / পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক / সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক / পাবলিক হেল্‌থ নার্স / এনজিও কর্মী / সেনেটারী পরিদর্শক

মৌখিক মৃত্যু পর্যালোচনা কখন করবেন

মৃত্যু নিবন্ধীকরন ও রিপোর্টিং করার সাত থাকে পনেরো দিনের মধ্যে।

আপনি কিভাবে মৌখিক মৃত্যু পর্যালোচনা করবেন

মা ও নবজাতকের মৃত্যু রিপোর্টিং হওয়ার পর উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, জেলা পর্যায়ে

সিভিল সার্জন অফিসের এমপিডিএসআর অথবা সিটি কর্পোরেশন / মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষেত্রে নির্ধারিত মাঠপর্যায়ে স্বাস্থ্যকর্মীকে মৃত্যুর তথ্য রিপোর্টিং এর পরবর্তি ৭-১৫ দিনের মধ্যে মৃত্যু পর্যালোচনা করতে যাবেন।

স্বাস্থ্যকর্মী নির্ধারিত স্থান থেকে মৃত্যু রিপোর্টিং স্লিপটি এবং মৃত্যু পর্যালোচনা ফরমটি নিয়ে মৃতের বাড়িতে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য যাবেন। মৃত্যু রিপোর্টিং স্লিপটি ও ফরম উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরিসংখ্যানবিদের কাছে সংরক্ষিত থাকবে। জেলা পর্যায়ে, সিটি কর্পোরেশন বা মিউনিসিপলিটিতে নির্ধারিত ম্যানেজারের কাছে রাখা যাবে।

মৃতের বাসায় গিয়ে আপনার পরিচয় ও আসার উদ্দেশ্য বিশদভাবে। মৃত্যুর তথ্য অবহিতকরণ স্লিপ অনুযায়ী সঠিক আছে কি না তা নিশ্চিত হতে হবে। মৃত্যুর সংজ্ঞা প্রয়োজনে পকেট নির্দেশিকা থেকে দেখে নিন।

সাক্ষাৎকার গ্রহনের সময় সঠিক উত্তরদাতা বাছাই করুন। একমাত্র সঠিক উত্তরদাতা যিনি মৃত্যুর সময় মা ও নবজাতকের পাশে ছিলেন অথবা এই মৃত্যু সম্পর্কে বিশদ জানেন একমাত্র তিনিই সঠিক তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতে পারবেন।

মৌখিক মৃত্যু পর্যালোচনার ক্ষেত্রে উত্তর গ্রহনের পূর্বে অবশ্যই লিখিত সম্মতি গ্রহন করবেন। উত্তরদাতার সম্মতি ছাড়া কোনক্রমেই সাক্ষাৎকার গ্রহন করা যাবে না।

মৃত্যু পর্যালোচনা ফরম অনুযায়ী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। উত্তর প্রদানকারীকে কোনো চাপ দেবেন না বা উত্তর দেবার জন্য আপনি অতি উৎসাহ প্রদান করবেন না। উত্তরদাতা তার ইচ্ছা অনুযায়ী উত্তর প্রদান করবেন।

মৌখিক মৃত্যু পর্যালোচনার তথ্যাবলি গোপনীয়তা বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। কমিউনিটিতে পর্যালোচনা করার সময়ে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, উত্তর প্রদানকারী এককভাবে উত্তর দিতে পারবেন। প্রধান উত্তরদাতাকে সাহায্য করার জন্য সহযোগী উত্তরদাতা হিসেবে পরিারের কেউ থাকতে পারেন। আশেপাশে উৎসুক প্রতিবেশী বা আত্মীয়-স্বজন থাকলে তাদেরকে বিনীতভাবে সাক্ষাতকারের স্থান থেকে চলে যাওযার জন্য অনুরোধ করুন।

> মৃত্যু হওয়ার প্রথম ৭দিনের মধ্যে কোনক্রমেই মৌখিক মৃত্যু পর্যালোচনা করতে যাবেন না। এসময় মৃতের বাড়িতে শোকাবহ পরিবেশ বিরাজমান থাকে। আপনার উপস্থিতি পরিবারকে ব্যথিত করতে পারে।

অন্যান্য মানুষের সামনে উত্তরদাতা সঠিকভাবে তথ্য দিতে বিব্রতবোধ করতে পারেন এবং তথ্যের গোপনীয়তাও রক্ষা করা সম্ভব হবেনা। পর্যালোচনা শেষ হলে উত্তরদাতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসুন।

মৌখিক মৃত্যু পর্যালোচনা ফরম জমা প্রদান ও মৃত্যুর কারণ নির্ধারণ

মৃত্যু পর্যালোচনা ফরম উপজেলা থেকে ত্রৈমাসিকভাবে জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জন অফিসের মাধ্যমে বিভাগীয় পরিচালক স্বাস্থ্য এর কাছে যাবে। একইভাবে সিটি কর্পোরেশন থেকে মৃত্যু পর্যালোচনা ফরম বিভাগীয় পরিচালক স্বাস্থ্য এর কাছে ত্রৈমাসিক পাঠাতে হবে। জেলা মিউনিসিপলিটির ফরমসমূহ সিভিল সার্জনের মাধ্যমে যাবে। পক্ষান্তরে, উপজেলা মিউনিসিপলিটির ফরম সমূহ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে যাবে।

বিভাগীয় পরিচালক স্বাস্থ্য এর ক্ষেত্রে ত্রৈমাসিক একটি ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে প্রয়োজনে (গাইনি ও প্রসূতি বিশেষজ্ঞ, শিশু বিশেষজ্ঞ) ফরমগুলি পর্যালোচনা মৃত্যুর সম্ভাব্য কারণসমূহ নির্ধারন করবেন। বিভাহিয় পর্যায়ে মৃত্যু কারণসমূহ ডিএইচআইএস-২ তে অনলাইনে লিপিবদ্ধ হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহনকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে যিনি প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করেন তাকে সাক্ষাৎকার গ্রহনকারী বলা হয়। এই কার্যক্রমে আপনি সাক্ষাৎকার গ্রহনকারী হিসাবে কাজ করছেন, তাই সর্বপ্রথম আপনার উপলব্ধি করা অবশ্য প্রয়োজনীয় যে, সমস্ত কার্যপ্রনালীর মধ্যে আপনার অবস্থান ঠিক কোন জায়গায়। কার্যক্রমের বিষয়বস্তুর ঠিক মাঝখানে আপনি অবস্থান করছেন।

> মৌখিক মৃত্যু পর্যালোচনা মৃত্যুর ৭দিন পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে অবশ্যই করুন। দ্রুততার সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ না করলে অনেক তথ্য ভুল আসতে পারে। পরিবার ও মৃত্যুর পেছনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা সমূহ ভুলে যেতে পারে।

সমস্ত তথ্য আপনার মাধ্যমে সংগৃহীত হচ্ছে। সুতারং তথ্য সংগ্রহের গুনগতমান মূলত আপনার উপরই সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল। আপনার সামান্যতম অমনোযোগ বা অবহেলা কার্যক্রমের মানকে ক্ষুন্ন করতে পারে। তাই জরিপের গুনগত মান অক্ষুন্ন রাখা জরুরী তথা জরিপে আপনার ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপে আপনার কিছু পালনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এই তথ্য সংগ্রহে আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো নিম্নরূপ -

- ❑ মৃতের (মা বা নবজাতকের) বাসায় গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা।

- মৃত্যুর তথ্য সংগ্রহ করার পূবে সঠিক ভাবে মৃত্যু নিবন্ধীকরন ও রিপোর্টিং মৃত্যুর সংজ্ঞা অনুযায়ী করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হন ।
- সঠিক প্রধান উত্তরদাতাকে নির্বাচন করা যিনি মৃত্যুর সময় পাশে ছিলেন অথবা মৃত্যুর পূর্ব সময়ের ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন।
- একাধিক উত্তরদাতা হলে প্রধান উত্তরদাতা এবং সহযোগী উত্তরদাতাদের নির্বাচন করা। উত্তরদাতার কথা মনযোগ দিয়ে শুনে প্রত্যেকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর বের করে আনা।
- প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর সংগৃহীত হয়েছে কি না তা খেয়াল রাখা। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কার ও স্পষ্ট হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা।

সাক্ষাৎকার গ্রহন প্রক্রিয়া

সাক্ষাৎকার গ্রহনকারী হিসাবে গুনগতমান যেহেতু আপনার উপরেই সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল সেহেতু একজন যোগ্য সাক্ষাৎকার গ্রহনকারী হিসাবে প্রতিটি সাক্ষাৎকারকেই আপনি প্রাণবন্ত ও মনোরম করে তুলবেন। একজন সফল সাক্ষাৎকার গ্রহনকারীর জন্য কতগুলো মৌলিক নীতিমালা অনুসরন করা উচিত সেগুলো হল :

১) উত্তরদাতার কাছে প্রবেশাধিকার অর্জন

সাক্ষাৎকার গ্রহনকারী হিসাবে আপনাদের প্রথম দায়িত্ব হবে উত্তরদাতার সঙ্গে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলা। উত্তরদাতার কাছ থেকে জরিপে অংশ গ্রহনের স্বতস্ফূর্ত সম্মতি নেওয়ার জন্য প্রশ্নমালার প্রারম্ভে কার্যক্রমের উদ্দেশ্য সম্বলিত বিশেষ বক্তব্য সাক্ষাৎকার শুরু করার আগে হুবহু পড়ে শোনাতে হবে। উত্তরদাতার কাছে প্রবেশাধিকার অর্জনের জন্য আপনাকে নিম্নলিখিত কাজগুলি দক্ষতার সহিত করতে হবে-

- উত্তরদাতার সংগে দেখা হওয়ার সাথে সাথে এলাকার প্রথা অনুযায়ী তাকে সম্বোধন করুন, যেমন- সালাম,আদাব ইত্যাদি অতপরঃ তার কাছে আপনার পরিচয় দিন। কি উদ্দেশ্যে আপনি তার কাছে এসেছেন তা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলুন। এছাড়া পরিচয় পত্র সব সময় সংগে রাখুন এবং প্রয়োজনে উত্তরদাতাকে তা দেখান।
- উত্তরদাতাকে বুঝিয়ে বলুন যে, তিনি আপনাকে যে যে তথ্য দিবেন তার সবকিছুই গোপন রাখা হবে এবং কেবল মাত্র স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাজেই এসব তথ্য ব্যবহৃত হবে।
- উত্তরদাতা অতিরিক্ত আরও কিছু জানতে চাইলে তা সুস্পষ্ট করে সহজভাবে বুঝিয়ে বলুন।

- উত্তরদাতার অংশগ্রহন সম্পূর্ণভাবে তার ইচ্ছাধীন, উত্তরদাতা যদি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি না থাকেন সেই ক্ষেত্রে (তার কাছ থেকে জোর করে উত্তর নিবেন না) তাকে জোর করবেন না। অনেক ক্ষেত্রে উত্তরদাতা হয়ত কোন বিশেষ প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারেন। সে ক্ষেত্রেও উত্তরদাতার ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দিন।

২) সাক্ষাৎকার পরিস্থিতি আয়ত্তাধীন রাখা

আপনি কি কি তথ্য জানতে চান তা উত্তরদাতা জানেন না। তিনি বিশেষ প্রশ্ন ভুলভাবেও বুঝতে পারেন। তাই উত্তরদাতা অপ্রাসংগিক উত্তর দিলে বা অসংগতিপূর্ণ কোন কথা বললে আপনি তা স্বাভাবিক ভাবেই মেনে নিবেন। তাকে হঠাৎ করে থামিয়ে দেবেন না। মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনবেন এবং সুযোগ পেলেই সঠিক প্রসঙ্গে ফিরিয়ে আনবেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নটি তাকে স্বরণ করিয়ে দেবেন। আপনাকে এমন একটি পরিবেশ বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে যাতে উত্তরদাতা আপনাকে তার শুভাকাংখী মনে করে নির্দ্বিধায় আপনাকে সঠিক তথ্য টুকু দিতে পারেন।

৩) নিরপেক্ষতা বজায় রাখা

সাক্ষাৎকার গ্রহনকালে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা জরুরী। আপনার নিজস্ব কোন মতামত বা কোন বিশেষ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি ভংগি

কখনও উত্তরদাতার কাছে প্রকাশ করবেন না। অনেক ক্ষেত্রে তিনি হয়তো আপনার মতামত জানতেও চাইবে বা পরামর্শ চাইবেন। কিন্তু সাক্ষাৎকার গ্রহন শেষ করার আগে কোন বিষেয়েই আপনি আপনার মতামত ব্যক্ত করবেন না। আপনার আচরন এবং ভাব ভংগিতে কখনই যেন উত্তরদাতার প্রতি উচ্ছসিত সমর্থন বা অসমর্থন প্রকাশিত না হয় সে দিকে আপনার লক্ষ্য রাখতে হবে। এজন্য প্রতিটি প্রশ্ন আপনি হুবহু পড়ে শুনান। কারন প্রশ্ন গুলি যাতে নিরপেক্ষ হয় তার জন্য প্রত্যেকটি প্রশ্নে ভাষা খুব সতর্কতার সঙ্গে লেখা হয়েছে। আপনি যদি পুরো প্রশ্নটি ঠিক ভাবে পড়তে না পারেন তাহলে তার নিরপেক্ষতা নষ্ট হয়ে যাবে। কোন উত্তরদাতা যদি উত্তর না দেন, অস্পষ্টভাবে কিছু বলেন তবে কোন অবস্থাতেই তার উত্তর অনুমান করে লিখবেন না। কোন প্রশ্নের এক অংশ রেখে অন্য অংশের উপর অধিক গুরুত্ব দেবেন না। কোন প্রশ্নের উত্তরদানে উত্তরদাতা অসম্মত হলে শুধুমাত্র ঐ প্রশ্নের উত্তর আনার জন্য পুরো সাক্ষাৎকার গ্রহনের পরিবেশ নষ্ট করবেন না।

৪) আশাবাদী না হওয়া

উত্তরদাতার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষা, মনোভাব, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি সাধারনতঃ আপনার থেকে পৃথক হবে বা হতে পারে। এক্ষেত্রে কোন উত্তরদাতার উত্তরদানের যোগ্যতা সর্ম্পকে আপনি আশাবাদী হবেন না। উত্তরদাতা উচ্চ শিক্ষিত হলে তার

কাছে প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত করে বলবেন না বা অশিক্ষিত হলে তাকে উত্তর দেয়ার পথ দেখিয়ে দেবেন না। অনেক সময় এমনও হতে পারে যে, উত্তরদাতা আপনার সঙ্গে আলাপ করতে জড়তা অনুভব করছেন, হয়তো তিনি ভাবছেন তার কথা আপনি বুঝতে পারবেন না বা কোন কথা বললে আপনি কিছু মনে করবেন কি না এসব ক্ষেত্রে উত্তরদাতা এমন সব উত্তর দেয়ার চেষ্টা করতে পারেন যা আপনার মনঃপূত নাও হতে পারে।

৫) গোপনীয়তা রক্ষা করা

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গোপন ভাবে নেওয়া একান্ত আবশ্যক এবং উত্তরদাতাকে নিজের সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিৎ। সাক্ষাৎকার গ্রহনের সময় অন্যান্যদের উপস্থিতি উত্তরদাতাকে লজ্জায় ফেলতে পারে এবং তাতে সঠিক উত্তর দেওয়া তার পক্ষে কষ্টকর হতে পারে। তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দেন যে, প্রশ্নমালার কিছু অংশ ব্যক্তিগত এবং গোপনীয়। যদি কোন উত্তরদাতা সাক্ষাৎকার দিতে ইতস্ততঃ বোধ করেন এবং জানতে চান যে এই তথ্য কিসের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে, তখন আপনি তাকে বুঝিয়ে বলুন যে তার নিকট হতে সংগৃহীত তথ্যাবলী গোপন রাখা হবে, এবং পরবর্তীতে যখন এ তথ্য বিশেষন করা হবে তখন কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম কোন ভাবেই ব্যবহার করা হবে না।

৬) কাউকে দোষারোপ না করা

প্রত্যেকটি সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করার সময় যথেষ্টভাবে মনে রাখতে হবে যেন এই প্রক্রিয়ায় কাউকে দোষারোপ না করা হয়। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে দোষারোপ করলে এই মুহুর্তে কার্যক্রমের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। মনে রাখতে হবে এই কার্যক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকৃত সামাজিক ও রোগ সংক্রান্ত কারন নির্ণয়ের মাধ্যমে মৃত্যু হ্রাস করা।

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার কৌশল

১) প্রশ্নের ভাষা

প্রশ্নমালার প্রত্যেকটি প্রশ্ন যেভাবে লেখা আছে ঠিক সেই ভাবেই জিজ্ঞাসা করুন। এর দুটি কারণ আছে। প্রথমতঃ প্রশ্নের ভাষা বা শব্দ পরিবর্তন করলে প্রশ্নের অর্থ সঠিক হবে না এবং উত্তর উল্টা পাল্টা হতে পারে, দ্বিতীয়ত ঃ প্রশ্নের ভাষা বা শব্দ পরিবর্তনে প্রশ্নের নিরপেক্ষতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং তাতে উত্তরও প্রভাবিত হতে পারে। প্রশ্ন সুস্পষ্টভাবে করুন যাতে উত্তরদাতা প্রশ্নের প্রতিটি শব্দ খেয়াল করে উত্তর দিতে পারেন।

২) প্রশ্ন পুনরুল্লেখ করা

উত্তরদাতাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সাথে সাথে প্রাসঙ্গিক উত্তর না পাওয়া যেতে পারে। তিনি হয়তো বলতে পারেন জানিনা বা

অপ্রাসঙ্গিক কোন উত্তর দিতে পারেন। অনেকে দীর্ঘ উত্তর দিতে পারেন বা এমন কিছু বলতে পারেন যা পূর্ববর্তী উত্তরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় অথবা উত্তর দিতে অসম্মত হতে পারেন। এধরনের অবস্থার সৃষ্টি হলে উত্তরদাতাকে প্রশ্নের অর্থ বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা না করে প্রশ্নটি সুস্পষ্টভাবে এবং ধীরে ধীরে আবার পড়ে শোনান।

৩) প্রশ্ন স্থগিত করা

কোন জটিল প্রশ্নে উত্তরদাতার অসুবিধা হলে সেই প্রশ্ন উত্তরদাতাকে বার বার জিজ্ঞাসা করে বিব্রত করার চেয়ে অন্য পশ্নে চলে যাওয়া ভাল। পরে সুযোগ মত ঐ প্রশ্ন আবার করলে অসুবিধা কাটানো সম্ভব কিন্তু সবসময় খেয়াল রাখবেন যাতে স্থগিত প্রশ্ন অবশ্যই পূনরায় জিজ্ঞেস করা হয়। এছাড়া উত্তরদাতা কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় অস্বস্তি বা ক্লান্তি বোধ করতে পারেন, উত্তরদাতার মানসিক অবস্থা খেয়াল করে সাক্ষাৎকার গ্রহনকারী একটু অন্য কথা বলে উত্তরদাতার মনকে হালকা করার চেষ্টা করতে পারেন তার পর পূনরায় নির্ধারিত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে সাক্ষাৎকার নিতে পারেন।

৪) বিশদ ব্যাখ্যা করা বা অন্য ভাষায় বলা

কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, উত্তরদাতার কোন একটা প্রশ্ন বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে আপনার হয়তো প্রশ্নের ভাষা বদলানো ছাড়া উপায় থাকবে না। এটা শুধু তখনই আপনি করতে পারেন যখন দেখলেন যে, প্রশ্নটি আঞ্চলিক ভাষায় সাজিয়ে

নেয়া প্রয়োজন। তবে এক্ষেত্রে আপনাকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে, যাতে কোন ক্রমেই প্রশ্নের অর্থ বদলে না যায় বা নিরপেক্ষতা নষ্ট না হয়।

৫) সত্যতা নির্ণয় করা

আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে কোন প্রশ্নে আপনি কি জানতে চান। তাই একটা প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতা যাই বলুন না কেন, প্রোবিং এর সাহায্যে আপনাকে সেই প্রশ্নের আসল / সঠিক উত্তর বের করে আনতে হবে। সত্যতা নির্ণয়ের জন্য সব অতিরিক্ত প্রশ্নকে অবশ্যই নিরপেক্ষ হতে হবে অর্থ্যাৎ তা যেন কোন ক্রমেই উত্তরদাতাকে কোন বিশেষ দিকে না নিয়ে যায়। এধরনের কিছু নিরপেক্ষ প্রশ্ন নিচে দেওয়া হল ঃ

- ❑ “ আপনি আর একটু বুঝিয়ে বলুন”
- ❑ “ কিভাবে ”
- ❑ “ আমি ভাল ভাবে শুনিনি, দয়া করে আবার বলুন ”
- ❑ “ কোন তাড়া নেই, একটু চিন্তা করে বলুন ”

৬) প্রোবিং (Probing)

কোন ঘটনামূলক প্রশ্নে উত্তরদাতা কোন অসম্পূর্ণ, অস্পষ্ট বা অমানবিক উত্তর দিচ্ছেন বলে যদি সাক্ষাৎকার গ্রহনকারী মনে করেন, তাহলে তিনি অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে উত্তরের সত্যতা

নির্ণয় করতে পারেন। এই ভাবে সত্যতা নির্ণয়ের পদ্ধতিকে প্রোবিং বলা হয়। নিম্নলিখিত কারন গুলোর জন্য সাধারনতঃ প্রোবিং হয়ে থাকে।

- ❑ সুনিদির্ষ্ট উত্তর বের করা
- ❑ সম্পূর্ণ উত্তর বের করা
- ❑ পরিষ্কার উত্তর বের করা
- ❑ সঠিক উত্তর বের করা

৭) প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বুঝে নেয়া

মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে যাওয়ার পূর্বে নিম্নলিখিত কাগজ পত্র এবং তথ্যাদি আপনি নিয়েছেন কিনা তা পরীক্ষা করে দেখুন ঃ

- ❑ মৌখিক মৃত্যু পর্যলোচনা ফরম
- ❑ পরিচিত কার্ড
- ❑ এমপিডিএসআর পকেট নির্দেশিকা
- ❑ কলম (বল পয়েন্ট কলম)
- ❑ ক্লিপ বোর্ড / শক্ত কোন বোর্ড ফোল্ডার।
- ❑ কলম ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বহনের জন্য ব্যাগ । **পূরনকৃত প্রশ্নমালা পরীক্ষা করে দেখা**

পূরনকৃত প্রশ্নমালা সমূহের উত্তর সঠিক ভাবে আনা হয়েছে কি না,

তা পরীক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সুতরাং সাক্ষাৎকার গ্রহন শেষে উত্তরদাতার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার পূর্বে প্রশ্নমালাটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা করে নিন। এ সময়ে একটু কৌশলী হতে হবে আপনাকে। উত্তরদাতা যেন বুঝতে না পারেন যে, তার সাক্ষাৎকার গ্রহন করা শেষ হয়েছে। কারন তাহলে তিনি পূনরায় কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে (যদি প্রয়োজন হয়) ক্লান্ত বা অস্বস্তি বোধ করতে পারেন। তাই উত্তরদাতার সঙ্গে কিছুক্ষন ভিন্ন বিষয়ে ছোট খাট আলাপচারিতার সাথে সাথে প্রশ্নমালাটি মনোযোগের সাথে পরীক্ষাকরে নিশ্চিত হয়ে নিন যে,

- প্রতিটি প্রযোজ্য প্রশ্নের জন্য হয় একটি উত্তর, না হয় একটি সুস্পষ্ট একটি নোট রয়েছে।
- SKIP INSTRUCTIONS সঠিক ভাবে মেনে চলা হয়েছে।
- উত্তর সমূহের মধ্যে কোন অসঙ্গতি নেই
- প্রতিটি সংখ্যা ইংরেজীতে লেখা হয়েছে যেমন ১, ২, ৩ কে 1, 2 ,3 এই ভাবে লেখা হয়েছে কিনা ?
- প্রশ্নপত্রে প্রদত্ত এককে (Unit) প্রতিটি উত্তর লিখিত হয়েছে যেমন - ০৩ মাস বললে মাস , ১৫ দিন বললে দিনে লেখা হয়েছে অর্থ্যাৎ মাসে চাইলে মাসে, দিনে চাইলে দিনে লেখা হয়েছে ইত্যাদি।

আচরনবিধি

- উত্তরদাতার সঙ্গে অত্যন্ত ভদ্র, বিনয়ী ও সদয় ব্যবহার করা।
- তথ্যপ্রদানকারী উত্তরদানের কোন পর্যায়ে বিরক্ত হলেও তথ্যপ্রদানকারীর উপর কোনরুপ বিরক্তি প্রকাশ না করা ।
- তথ্য সংগ্রহ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন সাক্ষৎকার প্রদানকারীর কাছ থেকে সাক্ষৎকার গ্রহনকারীর চলে না আসা।
- তথ্যপ্রদান শেষে তথ্য প্রদানকারীকে ধন্যবাদ প্রদান করা।
- সুন্দরভাবে মৃতের তথ্য প্রদানকারীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসা, যাতে এই তথ্যাদি সংগ্রহের বিষয়ে কেউ কষ্ট না পায়।

সামাজিক মৃত্যু পর্যালোচনা

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশেগুলির মধ্যে আজ তথ্য প্রযুক্তিতে অনেক এগিয়ে গিয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে তথ্য বিনিময়ের ফলে সামাজিক দুরত্ব অনেক কমে গেছে । তা সত্ত্বে ও অনেক ক্ষেত্রে তথ্যের ঘাটতি বা একটি বিষয় সম্পের্কে সঠিক ধারনা না থাকায় প্রতিনিয়ত এদেশে সামাজিক পর্যায়ে কিছু

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। উদাহরন স্বরুপ বলা যেতে পারে, শুধুমাত্র সঠিক তথ্য ও জ্ঞান না থাকার কারনে প্রতিবছর এদেশে হাজারো শিশু জন্মের সময় বা জন্মের পরবর্তী ২৮ দিনের মধ্যে মৃত্যু বরন করছে। পাশাপাশি গর্ভবতী মা গর্ভকালীন, প্রসবকালীন এবং প্রসব পরবর্তী ৪২ দিনের মধ্যে বিভিন্ন রকম গর্ভজনিত জটিলতায় মারা যাচ্ছে। এ সকল অনাকাঙ্খিত মৃত্য সহজেই প্রতিরোধ করা সম্ভব। সামাজিক পর্যায়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মা ও শিশুর সুন্দর ভবিষ্যৎ বয়ে আনতে পারে। সামাজিক মৃত্যু পর্যলোচনা এমন একটি কার্যক্রম যার মাধ্যমে সমাজে প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া অনিচ্ছাকৃত মৃত্যুগুলোকে পর্যালোচনা করে মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত সামাজিক ব্যবস্থার দুর্বলতা, ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা খুঁজে বের করা। এর ফলে সমাজে বসবাসরত মানুষদেরকে সঙ্গে নিয়ে সম্ভাব্য প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায় এবং সামাজকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হবে।

সামাজিক মৃত্যু পর্যালোচনার সংজ্ঞা

সামাজিক মৃত্যু পর্যালোচনা এমন একটি কার্যক্রম যার মাধ্যমে সরাসরি ভাবে কাউকে দোষারোপ না করে প্রতিটি মাতৃমৃত্যু ও নবজাতকের মৃত্যুর সামাজিক কারন সমূহ খুঁজে বের করে মৃত্যু সংক্রান্ত সামাজিক আচরনগত পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে। যার ফলে সমাজে বসবাসরত মানুষগুলো সহজেই প্রতিটি অনাকাঙ্খিত

মৃত্যু প্রতিরোধের সঠিক উপায় খুঁজে পাবে যা সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং সমাজের প্রতিনিয়ত ঘটতে থাকা প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতাকে পরিবর্তন করতে সহায়তা করবে। এই কার্যক্রম সঠিক পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে মা ও নবজাতকের সুন্দর ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ গড়তে এবং সমাজের প্রেক্ষাপট পরিবর্তনে ভূমিকা রাখবে।

সামাজিক মৃত্যু পর্যালোচনার উদ্দেশ্য

- ❑ মাতৃমৃত্যু ও নবজাতকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও কারণসমূহ খুঁজে বের করা।
- ❑ আলোচনার মাধ্যমে কমিউনিটিতে ঘটে যাওয়া মৃত্যুর সম্ভাব্য প্রতিরোধযোগ্য সামাজিক কারণসমূহ নির্ণয় করে ভবিষ্যতের মৃত্যুগুলিকে প্রতিরোধ করা।
- ❑ মৃত্যুর পরোক্ষ কারণসমূহ থেকে সম্ভাব্য সমাধান বের করা।
- ❑ সমাজের মধ্যে একটি সামাজিক সচেতনতাবোধ তৈরী করা; যা এই ধরনের মৃত্যুকে প্রতিরোধে সাহায্য করবে।

সামাজিক মৃত্যু পর্যালোচনা মাঠ পর্যায়ে কারা করবেন

স্বাস্থ্য পরিদর্শক / সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক / পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক / পাবলিক হেল্‌থ নার্স / এনজিও কর্মী / সেনেটারী পরিদর্শক

সামাজিক মৃত্যু পর্যালোচনা কখন করবেন

মৃত্যু নিবন্ধীকরন ও রিপোর্টিং এর পনেরো থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে (অবশ্যই মৌখিক মৃত্যু পর্যালোচনা হয়ে যাওয়ার পরে সামাজিক মৃত্যু পর্যালোচনা পৃথক একটি দিনে করতে হবে)

সামাজিক পর্যায়ে মৃত্যু পর্যালোচনা করার ধাপ সমূহ

১) মৃতের বাড়ী নির্ণয় ও মৃত্যু নিবন্ধীকরন।

২) উপজেলা/জেলা এমপিডিএসআর ফোকাল পয়েন্ট কর্তৃক সামাজিক মৃত্যু পর্যলোচনাকারী নির্ধারন করা।

৩) সামাজিক মৃত্যু পর্যলোচনার তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারন করা।

৪) মৃতের বাড়ীর কাছের (আশেপাশের) লোকজনকে সভায় উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

৫) ফ্লিপচার্ট ও ভিপকার্ড ব্যবহার করে জনগনকে সহজ ভাষায় মায়ের গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী জটিলতা ও নবজাতকের জটিলতা ও তা প্রতিরোধে কি করনীয় এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করা।

৬) নির্ধারিত এমপিডিএসআর ফোকাল পয়েন্টে মৃত্যু পর্যালোচনা তথ্য জমা প্রদান করা।

সামাজিক মৃত্যু পর্যালোচনার প্রক্রিয়া

কিভাবে কমিউনিটিকে অবহিত করবেন করবেন

কমিউনিটিতে মৃতের বাড়ীর আশেপাশের মানুষদেরকে একত্রিত করার ব্যপারে উক্ত এলাকায় কর্মরত স্বাস্থ্য সহকারী / পরিবার পরিকল্পনা সহকারী / এনজিও স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তা গ্রহণ করবেন।

সামাজিক মৃত্যু পর্যালোচনা করার স্থান

সাধারনতঃ যে বাড়ীতে মৃত্যু ঘটেছে সেই বাড়ীর আশেপাশের একটি বাড়ীর উঠানে আয়োজন করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যে স্থানে সভাটি অনুষ্ঠিত হবে সে স্থানে যেন ৪০-৫০ জন মানুষ বসার মতো পর্যাপ্ত জায়গা থাকে।

মৃত্যু পর্যালোচনা আলোচনায় উপস্থিত সদস্য / সদস্যাবৃন্দ

মৃতের বাড়ীর আশে পাশের ২০-৩০টি খানায় অবস্থানরত পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের এই আলোচনায় আসার জন্য আমন্ত্রন জানাতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট খেয়াল করতে হবে যেন প্রতিটি খানার খানা প্রধান মূলতঃ পুরুষ বয়োযোষ্ঠ্য ব্যাক্তি উপস্থিত থাকেন যিনি সামাজিক মৃত্যু পর্যালোচনার তথ্য থেকে তার পরিবারকে সচেতন

করবেন ও পরবর্তী স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যায় সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। এর সাথে সাথে ঐ গ্রামে যদি কোন গর্ভবতী মা থাকেন অথবা গর্ভধারন সমস্যা সম্পন্ন মা থাকেন তাদের উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরী। সামাজিক মৃত্যু পর্যালোচনার সময় অবশ্যই সমাজের গণ্যমান্য ব্যাক্তিকে / প্রতিনিধিকে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য বলবেন। তাদের উপস্থিতি ও সামাজিক সচেতনতামূলক বক্তব্য সমাজের প্রতিনিয়ত ঘটতে থাকা ভুলগুলো সঠিকভাবে জানতে সঠিকভাবে জানতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন।

স্থায়ীত্বকাল

সাধারনত ঃ দুপুরের পরে বা বিকালের সময় এই সভা আয়োজন করা উত্তম। কারন এই সময়ে সমাজে বসবাসরত পুরুষ সদস্যরা বাসায় ফেরেন। ফলে পুরুষ ও মহিলা সকলে সভায উপস্থিত হতে পারে। তবে স্থান ও প্রোয়জনভেদে কোন কোন ক্ষেত্রে সকালেও সভা আয়োজন করা যেতে পারে যদি সকলের উপস্থিতি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। আলোচনার স্থায়ীত্বকাল এক থেকে দেড় ঘন্টা হতে পারে।

ব্যবহৃত উপকরন

এটি একটি সামাজিক আলোচনা সভা। মূলত: মৃত্যুকে নিয়ে

মৌখিক আলোচনাই মূল প্রাধান্য পাবে। ফ্লিপচার্ট ও ভিপকার্ডের মাধ্যমে আলোচনা করতে হবে। নির্ধারিত ফর্মের এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে লিপিবদ্ধ করবেন।

সামাজিক মৃত্যু পর্যালোচনা কার্যক্রম পরিচালনার ধাপসমূহ

সূচনা পর্ব

স্বাস্থ্য পরিদর্শক বা পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক তাদের নিজ নিজ পরিচয় দিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করবেন। প্রথমতঃ আলোচনা সভায় যে বা যারা মৃতের সময় পাশে ছিলেন বা মৃত্যুর সময় ঘটনাগুলো খুব কাছ থেকে দেখেছেন তাদেরকে উপস্থিত রাখতে হবে। আশে পাশের ২০-৩০টি খানার পরিবারের সদস্য / সদস্যাদের এই সভায় ডেকে নিয়ে আসতে হবে। যিনি মৃত্যু পর্যালোচনা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন (স্বাস্থ্য পরিদর্শক / পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক) তিনি সকলকে 'U' (ইউ) এর মত করে বসতে অনুরোধ জানাবেন। যিনি

সামাজিক মৃত্যু পর্যালোচনা পূরণ করার পূর্বে উপস্থিত সকলের কাছ থেকে মৌখিক সম্মতি গ্রহন করবেন। আপনার উপস্থিতির কারণ বিশদভাবে উপস্থাপন করুন। সকলের সম্মতিক্রমে সভা পরিচালনা করুন।

মৃত্যু পর্যালোচনা করবেন তার এক পাশে মৃতের নিকট আত্মীয় অথবা প্রতিবেশীদের বসাবেন। আলোচনা প্রথমে মৃত্যু পর্যালোচনার শুরুতে উপস্থিত সকলকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক সালাম / নমস্কার জানিয়ে শুরু করতে হবে।

মৃত্যুর কারন নির্ণয়

উপস্থিত কমিউনিটির মধ্য থেকে যেকোন একজনকে যিনি প্রকৃত মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে অবহিত আছেন তাকে পুরো ঘটনাটি বিশদভাবে সকলের সামনে বর্ণনা করতে অনুরোধ করতে হবে। এর মাধ্যমে আলোচনা সভায় উপস্থিত সকলে মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারনা পাবেন।

স্বভাবতঃ এই বর্ণনায় মৃত্যুর কারন সমূহ বের হয়ে আসবে। উদাহরন স্বরুপ- এখানে কারন হিসাবে আসতে পারে অজ্ঞানতা, অবহেলা, ত্রুটি, চিকিৎসায় অপ্রতুলতা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিভিন্ন দুর্বলতা, পাশাপাশি অনেক সামাজিক কারনও বের হয়ে আসবে যেটা চিকিৎসা সংক্রান্ত জটিলতার সঙ্গে সম্পৃক্ততা রাখে। যেমন - টাকা পয়সার অভাব, লোকজনের অভাব, চিকিৎসায় প্রয়োজন মনে করেনি, যাতায়াত ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ ইত্যাদি। সামাজিক মুত্যু পর্যালোচনায় পর্যালোচনাকারী সকল সম্ভাব্য কারনগুলো থেকে সামাজিক কি প্রতিবন্ধকতা অথবা তথ্যের কি অপ্রতুলতা রয়েছে তা

নির্ধারন করবেন। এখানে অবশ্যই গুরুত্বের সঙ্গে দৃষ্টি রাখতে হবে যে, এই আলোচনায় কোন ক্রমেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দোষারোপ করা যাবে না। সমাজের মধ্যে বসবাসরত মানুষদের জীবনের প্রতিনিয়ত ঘটতে থাকা বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতা, প্রতিবন্ধকতার অন্তর্নিহিত কারন খুঁজে বের করে তা প্রতিরোধের লক্ষ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়াই এই মৃত্যু পর্যলোচনার মূল উদ্দেশ্য।

প্রতিরোধ / প্রতিকারের উপায় নিয়ে আলোচনা

সামাজিক কারন গুলো নির্ধারন করার পর ফ্লিপচার্ট ব্যবহার করে আলোচনায় আসা সকলকে বোঝাতে হবে যে মাতৃমৃত্যু ও নবজাতকের মৃত্যু রোধে কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করলে এবং কোন কোন বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করলে অযাচিত মৃত্যু রোধ করা সম্ভব।

ফ্লিপচার্টটি দেখিয়ে সকলকে বোঝাতে হবে। এছাড়া আপনার কাছে সংরক্ষিত ফ্লাশ কার্ডে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়া থাকবে যা থেকে আপনি আপনার দরকার অনুযায়ী এলাকার মানুষকে মৃত্যুর কারন সমূহের ব্যপারে প্রতিরোধ মূলক তথ্য প্রদান করতে পারবেন। ফ্লিপ চার্টের তথ্য সমূহ উক্ত মৃতের পরিবার সহ আশে পাশের মানুষকে মাতৃমৃত্যু ও নবজাতকের মৃত্যু প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা গ্রহনে সহায়তা করবে।

আলোচনায় অংশগ্রহনকারীদের মতামত গ্রহন

আলোচনার শেষ পর্বে ফ্লিপ চার্টের মাধ্যমে তথ্য বিনিময়ের পরে সভায় উপস্থিত সকলের কাছে থেকে একটি ইতিবাচক মতামত নিতে হবে যেন প্রত্যেকটি মানুষ প্রাপ্ত তথ্য গুলোর সঙ্গে একমত পোষণ করেন এবং তাদের পরবর্তী জীবনে মাতৃমৃত্যু ও নবজাতকের মৃত্যু প্রতিরোধে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে।

ফ্যাসিলিটি মৃত্যু পর্যালোচনা

ফ্যাসিলিটি মৃত্যু পর্যালোচনার উদ্দেশ্য

- ফ্যাসিলিটি মৃত্যু পর্যালোচনার মাধ্যমে মা ও নবজাতকের মৃত্যুর রোগ সংক্রান্ত মেডিকেল কারণসমূহ জানা।
- ফ্যাসিলিটিতে মৃত্যু সংক্রান্ত গ্যাপ ও চালেঞ্জ খুঁজে বের করা।
- মৃত্যু কারণসমূহ থেকে কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করা।
- কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও মৃত্যুর হার কমস্পাতাল

ফ্যাসিলিটি মৃত্যু পর্যালোচনা হাসপাতালে কারা করবেন

সিনিয়র স্টাফ নার্স / পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক।

কোন কোন ফ্যাসিলিটিতে মৃত্যু পর্যালোচনা করা হবে

- মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
- ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড ও মাদার হসপিটাল (আইসিএমএইচ), মাতুয়াইল।
- মা ও শিশু স্বাস্থ্য ট্রেনিং ইনস্টিটিউট
- মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিস ও ট্রেনিং সেন্টার
- স্পেশালাইজড হাসপাতাল
- জেলা সদর হাসপাতাল
- মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
- প্রাইভেট হাসপাতাল সমূহ

ফ্যাসিলিটি মৃত্যু পর্যালোচনা কখন করবেন

ফ্যাসিলিটিতে মাতৃ মৃত্যু, নবজাতকের মৃত্যু ও মৃতজন্মের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নিবন্ধীকরন ও রিপোর্টিং করতে

ফ্যাসিলিটিতে মাতৃমৃত্যু, নবজাতকের মৃত্যু ও মৃতজন্ম অবশ্যই ২৪ ঘন্টার মধ্যে নির্ধারিত ফ্যাসিলিটি অবহিতকরন স্লিপে লিপিবদ্ধ করবেন।

হবে। নিবন্ধীকরন ও রিপোর্টিং করার তিন থেকে সাত দিনের মধ্যে অবশ্যই ফ্যাসিলিটি মৃত্যু পর্যালোচনা করতে হবে ।

কিভাবে ফ্যাসিলিটিতে মৃত্যু পর্যালোচনা করবেন

ফ্যাসিলিটিতে মৃত্যুর তথ্য সংগ্রহের দুইটি উপায়। একটি হলো রোগীর চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত, নথিপত্র। যেমন: ভর্তি ফরম, ইনডোরে চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্র, পরীক্ষ-নিরীক্ষার কাগজপত্র, মৃত্যু সার্টিফিকেট, রোগ সংক্রান্ত কাগজপত্র। অন্যটি হলো, এই রোগীকে হাসপাতালে যে যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী চিকিৎসা দিয়েছেন বা চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে যুক্ত ছিলেন তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

যেহেতু, ফ্যাসিলিটি মৃত্যু পর্যালোচনা করার সময় কোনক্রমেই রোগীর আত্মীয়-স্বজনদেরকে মৃত্যু সংক্রান্ত কোনরূপ তথ্য জিজ্ঞেস করা যাবে না; সেহেতু, দ্রুততার সঙ্গে মৃত্যু পর্যালোচনা কার্যক্রমটি করতে হবে। অন্যথায় অনেক তথ্য ভুল অথবা ঠিকমতো আসতে নাও পারে।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সিনিয়র স্টাফ নার্স বা পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শিকা অবশ্যই মৃত্যুর কারণ নির্ধারনে অথবা মৃত্যু পর্যালোচনা সংক্রান্ত তথ্য সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করার জন্য কর্তব্যরত ডাক্তার

অথবা কনসালটেন্টদের সহায়তা গ্রহন করবেন। কোনক্রমেই মৃত্যুর কারন না জেনে বা ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ ছাড়া লিখবেন না।

আপনার তথ্য সংগ্রহ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে যিনি (ডাক্তার / কনসালটেন্ট) আপনার এই মৃত্যু পর্যালোচনাটি রিভিউ করেছেন বা সহায়তা করেছেন ফর্মে তার স্বাক্ষর গ্রহন। ফরমটি আপনার ও রিভিউমৃত ডাক্তার এর স্বাক্ষর ছাড়া জমা দিলে তা সঠিক তথ্য হিসাবে গৃহীত হবে না।

কোথায় ফ্যাসিলিটিতে মৃত্যু পর্যালোচনার তথ্য জমা প্রদান করবেন

ফ্যাসিলিটি মৃত্যু পর্যালোচনা করার পর পূরণকৃত ফরমটি ফ্যাসিলিটিতে এমপিডিএস সাব-কমিটিতে জমা দিন। প্রযোজ্যক্ষেত্রে, ফ্যাসিলিটি ম্যানেজার অথবা হাসপাতাল পরিসংখ্যানবিদের নিকট জমা দিন।

ফ্যাসিলিটিতে মৃত্যু পর্যলোচনা মৃত্যুর সাতদিনের মধ্যে করুন। অন্যথ্যায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী নাও পাওয়া যেতে পারে। রোগীর ব্যবস্তাপত্র রেকর্ড ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারির কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকেই শুধুমাত্র ফ্যাসিলিটি মৃত্যু পর্যলোচনা করা সম্ভব।

অনলাইনে ফ্যাসিলিটি মৃত্যু তথ্য প্রদান

প্রতিটি হাসপাতালে অনলাইনে রোগী রেজিস্ট্রেশন করার ব্যবস্থা রয়েছে। ইনডোরে সিনিয়র স্টাফ নার্স কাজটি করে থাকেন। তিনি মৃত্যু পর্যালোচনা করা হলে এই রোগীর মৃত্যুর কারণ ফ্যাসিলিটি মৃত্যু পর্যালোচনা তথ্য অনুযায়ী অনলাইনে এন্ট্রি করবেন। যে যে হাসপাতালে অনলাইন রোগী রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা চালু আছে, সেসব হাসপাতালে ডিএইচআইএস-২ তে রোগীর মৃত্যুর কারণ আইসিডি-১০ কোড অনুযায়ী নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক।

ফ্যাসিলিটিতে মৃত্যু পর্যালোচনা মিটিং

প্রতিটি মৃত্যু পর্যালোচনা ফরম নিয়ে মাসিক / প্রতিদিন মর্নিং সেশনে অথবা মাসিক সমন্বয় সভায় এবঙ এমপিডিএসআর সাব-কমিটি আলোচনা করা হবে। মৃত্যু পর্যালোচনা করে ফ্যাসিলিটিতে মৃত্যুর পেছনে ঘটে যাওয়া কারণসমূহ বিশ্লেষণ করে চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ নিরূপণ করা হবে। বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহনের মাধ্যমে পরবর্তী সঠিক ব্যবস্থাপনা গ্রহনের মাধ্যমে ফ্যাসিলিটিতে মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবার সার্বিক মান উন্নয়ন করা সম্ভব হবে এবং মানসম্মত সেবা নিশ্চিত হবে। ফলশ্রুতিতে মা ও নবজাতকের মৃত্যু হ্রাস করতে সার্বিকভাবে সাহায্য করবে।

ফরম পূরণ করার সময় যেদিকে খেয়াল রাখবেন

- সকল সংখ্যা ইংরেজিতে লিখবেন।
- পরিস্কার বাংলায় নাম ও ঠিকানা লিখবেন।
- মায়ের নাম / পিতার নাম, ওজন লিখবেন।
- নির্ধারিত স্থানে টিক চিহ্ন দিবেন।
- স্কিপ এর দিকে খেয়াল রাখবেন।
- নির্দেশনা অনুযায়ী ফরম পূরণ করবেন।
- তথ্য প্রদানকারীর স্বাক্ষর গ্রহন করবেন।
- অবশ্যই ফরম পেনসিলে পূরণ করবেন।
- স্বাক্ষরসমূহ ফরমে দেবেন।
- একাধিক উত্তরের ক্ষেত্রে প্রশ্নে একাধিক স্থানে 'টিক' দিবেন।
- সময় ২৪ ঘন্টায় লিখুন। (রেলওয়ে সময় অনুযায়ী)

যা অবশ্যই মনে রাখবেন

এমপিডিএসআর কার্যক্রমটি সম্পূর্ণভাবে কাউকে দোষারোপ না করে, কোন প্রতিষ্ঠানকে দোষারোপ না করে করতে হবে। এর তথ্য-উপাত্ত শুধুমাত্র মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মান উন্নয়নে ব্যবহৃত হবে।

এমপিডিএসআর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয়ের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এর তথ্য-উপাত্ত অত্যন্ত গোপনীয় এবং উল্লিখিত স্থানসমূহ ছাড়া অন্য কোথাও এই তথ্য/ফরম প্রদান বা তথ্য শেয়ার করা যাবে না।

এ কার্যক্রমে কোন মা ও নবজাতকের নাম প্রকাশ করা হবে না। শুধুমাত্র তথ্য-উপাত্তের বিশ্লেষণপূর্বক ফলাফল তুলে ধরা হবে।

এমপিডিএসআর এর ফর্ম সমূহ:

কমিউনিটিতে প্রযোজ্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়

মাতৃমৃত্যু, নবজাতকের মৃত্যু ও মৃতজন্ম অবহিতকরন স্লিপ

ক্রমিক নং : তারিখ : দি দি মা মা ব ব ব ব

মৃত্যুর ধরন : ☐ মাতৃ মৃত্যু ☐ মৃতজন্ম ☐ নবজাতকের মৃত্যু ☐ অন্যান্য লিঙ্গ : ☐ ছেলে ☐ মেয়ে

অনলাইনে (ডিএইচআইএস-২)-তে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে ☐ হাঁ ☐ না

মায়ের নাম : .... মায়ের বয়স: ☐☐ বছর পিতা/স্বামীর নাম : ....

পাড়া : .... গ্রাম : .... ইউনিয়ন : ....

উপজেলা : .... জেলা : .... মৃতের পরিবারের মোবাইল নং (যদি থাকে): ....

মৃত্যুর /মৃত-জন্মের তারিখ : দি দি মা মা ব ব ব ব ভর্তির সময় (২৪ ঘন্টায়) : ঘ ঘ মিঃ মিঃ

প্রসবের তারিখ : দি দি মা মা ব ব ব ব ভর্তির সময় (২৪ ঘন্টায়) : ঘ ঘ মিঃ মিঃ

মৃত্যুর স্থান : ☐ নিজবাড়ীতে ☐ পথে ☐ সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে/হাসপাতালে ☐ প্রাইভেট বা এনজিও ক্লিনিকে/হাসপাতালে ☐ অন্যান্য (উল্লেখ করুন)........

প্রসবের স্থান: ☐ বাড়ি ☐ কমিউনিটি ক্লিনিক ☐ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র ☐ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ☐ মাতৃমঙ্গলকেন্দ্র ☐ জেলা হাসপাতালে ☐ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ☐ প্রাইভেট ফ্যাসিলিটি ☐ অন্যান্য (উল্লেখ করুন)........

কে প্রসব করিয়েছেন : ☐ ডাক্তার (MBBS) ☐ নার্স ☐ মিডওয়াইফ ☐ পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (FWV) ☐ সিএসবিএ (CSBA) ☐ এমএ/ স্যাকমো (MA/ SACMO) ☐ স্বাস্থ্য সহকারী/ পরিবার কল্যাণ সহকারী (HA/FWA) ☐ পল্লী চিকিৎসক ☐ দাই ☐ মিডওয়াইফ ☐ এনজিও কর্মী ☐ অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ....

তথ্য গ্রহণকারীর নাম: .... পদবী : .... মোবাইল নং : ....

অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে ☐ হাঁা ☐ না রেজিস্ট্রেশন নং........

তথ্য গ্রহণকারীর স্বাক্ষর

কমিউনিটি পর্যায়ে প্রযোজ্য

ফর্ম -১

মাতৃমৃত্যু

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
Ministry of Health & Family Planning

মাতৃমৃত্যু, নবজাতকের মৃত্যু ও মৃতজন্ম পর্যালোচনা (এমপিডিআর)
Maternal and Perinatal Death Surveillance and Response (MPDSR)

কমিউনিটিতে মাতৃমৃত্যু পর্যালোচনা ফরম
Community Maternal Death Review Form

কমিউনিটি ফর্ম -১

বাস্তবায়নে
Implemented by
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
Directorate General of Health Services (DGHS) and
Directorate General of Family Planning (DGFP)

কারিগরি সহযোগিতায়ঃ ইউনিসেফ, ইউএনএফপিএ, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, সিওআইএ (কইয়া), সিআইপিআরবি
Technical support: UNICEF, UNFPA, WHO, COIA, CIPRB

ফরম ডিজাইন ও সমন্বয়েঃ এইচইইউ, আইসিডিডিআরবি, জাইকা, ব্র্যাক, ওজিএসবি, বিএনএফ,
বিএসএমএমইউ, বিপিএ, সেইভ দ্যা চিলড্রেন
Form designed in collaboration with HEU, ICDDR,B, JICA, BRAC, OGSB, BNF, BSMMU,
BPA, Save the Children

অফিসের ব্যবহারের জন্য
ফর্ম জমাদানের তারিখ:
মাতৃমৃত্যুর বাৎসরিক ক্রমিক নং:
ফর্ম গ্রহণকারীর নাম ও স্বাক্ষর:

কমিউনিটি পর্যায়ে প্রযোজ্য

ফর্ম -২

নবজাতক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
Ministry of Health & Family Planning

মাতৃমৃত্যু, নবজাতকের মৃত্যু ও মৃতজন্ম পর্যালোচনা (এমপিডিআর)
Maternal and Perinatal Death Surveillance and Response (MPDSR)

কমিউনিটিতে নবজাতকেরমৃত্যুপর্যালোচনা ফরম
Community Neonatal Death Review Form

কমিউনিটি ফর্ম -২

বাস্তবায়নে
Implemented by
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
Directorate General of Health Services (DGHS) and
Directorate General of Family Planning (DGFP)

কারিগরি সহযোগিতায়ঃ ইউনিসেফ, ইউএনএফপিএ, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থ, সিওআইএ (কইয়া), সিআইপিআরবি
Technical support: UNICEF, UNFPA, WHO, COIA, CIPRB

ফরম ডিজাইন ও সমন্বয়েঃ এইচইইউ, আইসিডিডিআরবি, জাইকা, ব্রাক, ওজিএসবি, বিএনএফ,
বিএসএমএমইউ, বিপিএ, সেইভ দ্যা চিলড্রেন
Form designed in collaboration with HEU, ICDDR,B, JICA, BRAC, OGSB, BNF, BSMMU,
BPA, Save the Children

অফিসের ব্যবহারের জন্য
ফর্ম জমাদানের তারিখ:
মাতৃমৃত্যুর বাৎসরিক ক্রমিক নং:
ফর্ম গ্রহণকারীর নাম ও স্বাক্ষর:

ফর্ম -৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

মাতৃমৃত্যু, নবজাতকের মৃত্যু ও মৃতজন্ম পর্যালোচনা (এমপিডিএসআর)

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মাতৃমৃত্যু পর্যালোচনা ফরম

ফ্যাসিলিটি ফরম -৩

বাস্তবায়নে
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

অফিসের ব্যবহারের জন্য	
ফর্ম জমাদানের তারিখ:	স্বাক্ষর:
নবজাতকের বাৎসরিক ক্রমিক নং:	
ফর্ম গ্রহণকারীর নাম:	স্বাক্ষর:

হাসপাতালে প্রযোজ্য

ফর্ম -৪

নবজাতক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
Ministry of Health & Family Planning

মাতৃমৃত্যু, নবজাতকের মৃত্যু ও মৃতজন্ম পর্যালোচনা (এমপিডিআর)
Maternal and Perinatal Death Surveillance and Response (MPDSR)

সেবাকেন্দ্রে নবজাতক মৃত্যু পর্যালোচনা ফরম
Neonatal Death Review Form

ফ্যাসিলিটি ফরম -৪

বাস্তবায়নে
Implemented by
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
Directorate General of Health Services (DGHS) and
Directorate General of Family Planning (DGFP)

কারিগরি সহযোগিতায়ঃ ইউনিসেফ, ইউএনএফপিএ, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, সিওআইএ (কাইয়া), সিআইপিআরবি
Technical support: UNICEF, UNFPA, WHO, COIA, CIPRB

ফরম ডিজাইন ও সমন্বয়েঃ এইচইইউ, আইসিডিডিআরবি, জাইকা, ব্র্যাক, ওজিএসবি, বিএনএফ,
বিএসএমএমইউ, বিপিএ, সেইভ দ্যা চিলড্রেন
Form designed in collaboration with HEU, ICDDR,B, JICA, BRAC, OGSB, BNF, BSMMU,
BPA, Save the Children

অফিসের ব্যবহারের জন্য
ফর্ম জমাদানের তারিখ:
মাতৃমৃত্যুর ধারাবাহিক ক্রমিক নং:
ফর্ম গ্রহণকারীর নাম ও স্বাক্ষর:

All forms are available in this link
http://www.dghs.gov.bd/index.php/en/mis-docs/dhis-2-form

www.unicef.org

Bangladesh Country Office

1 Minto Road, Dhaka, Bangladesh

Design : Buzz Communications Ltd. (info@buzzcomltd.com)